আবু উসমান আল কাশ্মীরি'র অডিও বক্তব্যের বাংলা অনুলিপি

শাহাদাত উপলক্ষে বিবৃতি

মুজাহিদ হুযায়ফা আল পাকিস্তানী (রাহিমাহুল্লাহ)

আত-তাযকিরাহ মিডিয়া সেন্টার আল হিন্দ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا
بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۔
يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ

"আর যারা আল্লাহর পথে জীবন দিয়েছে, তাদেরকে তুমি মৃত মনে করো না,
বরং তারা জীবিত, তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তারা রিযকপ্রাপ্ত হচ্ছে|
আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তা লাভ করে তারা আনন্দিত
আর যে সব ঈমানদার লোক তাদের পেছনে (পৃথিবীতে) রয়ে গেছে,
এখনও তাদের সাথে এসে মিলিত হয়নি,
তাদের কোন ভয় ও চিন্তা নেই জেনে তারা আনন্দিত|
আল্লাহর নিয়ামত এবং অনুগ্রহের কারণে তারা আনন্দ প্রকাশ করে
আর এটা জেনে যে, নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের প্রতিদান নষ্ট করেন না"

আবু উসমান আল কাশ্মীরি

সূরা আলে-ইমরান এর এই আয়াত সমূহে মহান আল্লাহ তাঁর পথে জীবন দানকারীদেরকে মৃত বলতে নিষেধ করে বলেছেন, বরং তাঁরা জীবিত এবং আল্লাহ তাদেরকে রিযিক দান করেছেন। তারা এত উন্নত জীবন পেয়েছেন যে, তারা অত্যন্ত আনন্দিত। শুধু তাই নয়, যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছেন তাদেরকেও এমন সম্মানিত জীবনের সুসংবাদ দিচ্ছে এই আয়াতগুলো। অতীত কিংবা ভবিষ্যতের কোনো ভয়ই তাদের নেই, দুনিয়াবী জীবন নিয়ে নেই কোনো দুঃখ, বিচার দিবসের দিনে আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হতেও তাদের কোনো সমস্যা নেই। তাহলে আল্লাহর রাহে সেসব যোদ্ধাদের ব্যাপারে কী বলা যেতে পারে যারা ইমান, ইখলাস ও সুন্নতের উপরে জীবন ধারন করে, যাদের ব্যাপারে তাদের রব সন্তুষ্ট কাজেই আমাদের জানতে হবে, কারা সেসকল সৌভাগ্যবান লোক যাদের ব্যাপারে কুরআনে এতো প্রশংসা করা হয়েছে? তারা হলেন মু'মিনদের মধ্যকার সেই স্তরের মানুষেরা যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে নিজেদের জান উৎসর্গ করছে। হ্যাঁ, শাহাদাত! তা হলো এক মহা ফযীলতপূর্ণ আমল এবং অনুশীলন যেখানে আল্লাহর দ্বীনের জন্য জীবন বিলিয়ে দিতে হয়, যা প্রমাণ করে আল্লাহর ইচ্ছায় রক্ত ঝরানোর জন্যই তার ঈমান, আমল ও আকীদা।

হ্যাঁ, এটা এমন এক মহা সফলতা যেখানে তাদের দেহ থেকে তাদের রুহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় অতপর তা সবুজ পাখির অন্তরে অবস্থান করে এবং আল্লাহর আরশের কাছে উড়তে থাকে, তারা জান্নাতে বসবাস করতে থাকে আর জান্নাতের যেখানে খুশি সেখানে তারা বিচরণ করতে পারে। জান্নাতই হলো তাদের বাসস্থান। আল্লাহু আকবার কাবীরা!

শাহাদাতের মৃত্যু এক বিশাল বড় সম্মান, যার জন্য সয়ং রাসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বার বার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। তিনি স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,[১]

وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ

যার হাতে আমার প্রাণ, সেই মহান সত্তার কসম করে বলছি, আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয় বস্তু হলো- 'আমি আল্লাহর পথে শহীদ হই, অতঃপর আমাকে পুনরায় জীবিত করা হলে আমি আবার যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যাই, এবং পুনরায় আমাকে জীবিত করা হোক এবং আবার যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হই, আবার জীবিত করা হোক, আবার শহীদ হই, পুনরায় জীবিত করা হোক, পুনরায় শহীদ হই'

একইভাবে, আল্লাহর পথে যারা শহীদ তাদের মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ[২] শহীদের জন্য থাকবে ছয়টি বিশেষ বৈশিষ্ট্য, তাকে প্রথমবারেই ক্ষমা করে দেওয়া হবে, জান্নাতে তার অবস্থান তাকে দেখানো হবে, কবরের আযাব থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া হবে, মহা ভীতিপ্রদ সে অবস্থায় তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে, তার মাথায় সম্মানের মুকুট

[১] সহীহ : সহীহুল বুখারী হাদিস নম্বরঃ ২৭৯৭, সহীহ মুসলিম হাদিস নম্বরঃ ১৮৭৬।
[২] সহীহ : তিরমিজী হাদিস নম্বরঃ ১৬৬৩; ইবন মাজাহ হাদিস নম্বরঃ ২৭৯৯।

আবু উসমান আল কাশ্মীরি'র অডিও বক্তব্যের বাংলা অনুলিপি

শাহাদাত উপলক্ষে বিবৃতি

মুজাহিদ হুযায়ফা আল পাকিস্তানী (রাহিমাহুল্লাহ)

আত-তাযকিরাহ মিডিয়া সেন্টার আল হিন্দ

পরানো হবে, যার একটি ইয়াকুত পাথর দুনিয়া ও তাতে যা আছে তা থেকে উত্তম, এবং তাকে বাহাত্তর জন ডাগর নয়না হূর স্ত্রীর সাথে বিয়ে দেওয়া হবে, আর তার নিকটস্থ সত্তর জন্য ব্যাপারে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। সুতরাং, তারা বড়ই ভাগ্যবান যারা আল্লাহর রাহে তাদের রক্ত প্রবাহিত করার মাধ্যমে আত্মসমর্পন করেছেন তাদের প্রতিপালকের নিকট, আর গর্বিত করেছেন এই উম্মাহকে। আজ আমি এতো সন্তুষ্ট যে, আমার মালিকের প্রসংসা করে শেষ করতে পারবো না, আর কিভাবেই বা পারবো? দুই বছর আগে আমার সন্তান আব্দুল্লাহ উমাইস কে আর আজ আমার জামাতা আমীর সুলতান আল-মা'রুফ হুযায়ফা আল-পাকিস্তানী কে আল্লাহর রাস্তায় জীবন দানের মাধ্যমে আরশের মালিক আমাকে সম্মানিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এসবই মালিকের ইচ্ছাধীন, যার সিদ্ধান্ত হয় ইনসাফ ভিত্তিক কেন আমরা সন্তুষ্ট হব না? কেন বিশ্বজগতের প্রতিপালকের প্রতি আমাদের খুশি এবং আনন্দ প্রকাশ করবো না? এই শহীদেরা নিজেদের রক্তের বিনিময়ে লিখে গিয়েছেন ইসলামের এক গৌরবময় ইতিহাস। সমস্যা, দুঃখ, দূর্দশা আর সঙ্কট যা-ই আসুক, যেমনটা সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেনঃ

عَجَبٌ لِلْمُؤْمِنِ: إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ حمد الله وَشَكَرَ وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ حَمِدَ اللَّهَ
وَصَبَرَ فالمؤمن يُؤْجَرُ فِي كُلِّ أَمْرِهِ حَتَّى فِي اللُّقْمَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِهِ.

"মু'মিনের কাজ বড় বিস্ময়কর। সে সুখের সময় যেমন আল্লাহর প্রশংসা ও শুকর করে, আবার বিপদেও তেমনি আল্লাহর প্রশংসা ও ধৈর্যধারণ করে। মু'মিনকে প্রতিটি কাজের জন্যই প্রতিদান দেয়া হয়। এমনকি তার স্ত্রীর মুখে খাবারের লোকমা তুলে দেয়ার সময়েও"

মহান আল্লাহ এসকল শহীদানের রক্তকে কবুল করুন, তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে তাদের সকল ভালো কাজের উত্তম বিনিময় দান করুন এবং তাদেরকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকাম দান করুন। আমরা ইয়াক্বীনের সাথে বলছি, দাওলাতুল ইসলাম (Islamic State) -এর মুজাহিদ ও শহীদগণ হলেন সেসব সৌভাগ্যবান মানুষ যারা সকল ধরনের জাতীয়তাবাদ ও জাহিলিয়াত থেকে মুক্ত। আর তারা সকল কুফফার ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে এক বিশাল যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। কুফরীর বিরুদ্ধে তারা প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়েছেন। হয় বিজয় নয় শাহাদাতের ধারক উম্মতের এই সন্তানেরা আমাদের সঠিক আকীদা ও বিশ্বাসের উজ্জ্বল নক্ষত্র।

এসকল সম্মানিত মানুষদের প্রচেষ্টা ও ত্যাগের বিনিময়ে বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে আবার ফিরিয়ে দিয়েছেন খিলাফাহ। বিশ্ব অবলোকন করলো কিভাবে শিরক-কুফুর, মুনাফিকী, বিদ'আত এবং কুসংস্কারে পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও আমরা এই পৃথিবীতে আবার পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেছি 'খিলাফাহ' নবুয়তের মানহাজে। তারাই সৌভাগ্যবান, যাদেরকে আল্লাহ প্রদান করেছেন তাঁর দয়া, যারা দ্বীনের ব্যাপারে হক্ব কথা বলেছেন এবং তা মান্য করেছেন, আর হক্বের পথে উজ্জল দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছে তাদের এই কাফেলা

অপরদিকে দুর্ভাগ্য ও লাঞ্চনাই তাদের নিয়তি হয়ে গিয়েছে যারা হক্ব দেখা ও বুঝার পরও এর বিরুদ্ধাচারন করেছে, 'মাসলাহার' (উম্মাহর স্বার্থের) নামে ইর্ষাপরায়ণ ও জাতীয়তাবাদের প্রতি আসক্ত হয়ে মক্কার পৌত্তলিক ও মদীনার ইহুদিদের মতো আচরণ গুরু করেছে। ব্যর্থতা-ই তাদের নিয়তি, যারা ব্যক্তিগত ও দুনিয়াবী স্বার্থে নবুয়তী মানহাজের উপরে প্রতিষ্ঠিত এই খিলাফাহ - 'দাওলাতুল ইসলাম' - এর বিরুদ্ধাচারণ করছে।

আবু উসমান আল কাশ্মীরি'র অডিও বক্তব্যের বাংলা অনুলিপি

শাহাদাত উপলক্ষে বিবৃতি

মুজাহিদ হুযায়ফা আল পাকিস্তানী (রাহিমাহুল্লাহ)

আত-তাযকিরাহ মিডিয়া সেন্টার আল হিন্দ

তাদের জন্য দুর্ভাগ্য, যারা ইতিহাস থেকে কিছু শেখেনি, এরা হলো সেসব আরব অনারব নেতা যারা আল্লাহর নির্দেশের পরিবর্তে পথভ্রষ্ট নেতাদের অনুসরণ পছন্দ করে। দুঃখের বিষয় হলোঃ ইসলামিক ষ্টেটকে দেখার পরেও, তাদের উন্মুক্ত মানসিকতা সত্ত্বেও, এর শক্তি ও স্থিতিশীলতা থাকা সত্ত্বেও এবং (দাওলাতুল ইসলাম) এর স্বচ্ছ আকীদাহ প্রকাশ থাকার পরেও তারা এই সত্যকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। দাওলাতুল ইসলাম-কে তারা খারেজী, তাকফিরী, এজেন্ট ইত্যাদির মিথ্যা অপবাদ লাগিয়ে এর বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা চালায়।

দুর্ভোগ সেসব অকৃতজ্ঞ ফিতনার বণিকদের জন্য, যারা আমীরুল মু'মিনিন আবু বকর আল বাগদাদী (রাহিমাহুল্লাহ)'র নতুন উলায়াহ ঘোষণায় সংশয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে আমরা দেখেছি দাওলাতুল ইসলাম যখন ভারতে 'উলায়াহ-আল -হিন্দ' ঘোষণা করেছে, ড. আইমান আয-যাওয়াহিরী এবং তার দোসরেরা এর ক্রমবর্ধমান উত্থানের বিরুদ্ধে মিডিয়ায় কুট কৌশল এর আশ্রয় নিয়েছে। একইভাবে, কাশ্মীরে ISI এর পোষা কুকুর মুরতাদ মাষ্টার মোহাম্মাদ ইউসুফ ও তার দল হিযবুল মুরতাদদ্বীন (HM) এবং মুরতাদ হাফিয সাঈদ ও তার দল লস্করে মুরতাদদ্বীন (LET), এরাও দাওলাতুল ইসলাম এবং এর সৈনিকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ছক কষছে। তাদের চক্রান্ত হল ইহুদিদের মতো, দাওলাতুল ইসলামকে রুখতে এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ব্যার্থ চেষ্টা চালায়।

একই সময়ে কাশ্মীরের ফেরাউন ও নমরুদ, তারাও আমাদের একজন বিশ্বস্ত মুজাহিদ আদীল আহমেদ দার-আল-মা'রুফ, আবু হামাস (আল্লাহ তাকে কবুল করুন) এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। গণমাধ্যমে তাদের ষড়যন্ত্র কোনো কাজে আসেনি, আর তাদের সুবিধাবাদী প্রপাগান্ডাও কোনো ফল বয়ে আনেনি। আমাদের মুজাহিদদেরকে ভয় দেখিয়ে এই পথ থেকে বিচ্যুত করা যাবে না। উপরন্তু, প্রতিটি বিবেকবান মানুষ বুঝতে আজ পারছে যে, পশ্চিম আফ্রিকা থেকে শুরু করে পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত দাওলাতুল ইসলাম এর প্রভাব ক্রমশ বাড়ছে। কুফফার, পথভ্রষ্ট এবং মুরতাদ গোষ্ঠীকে জাহান্নামের দিকে টেনে নেওয়া হচ্ছে, ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

একই সময়ে কাশ্মীরের ফেরাউন ও নমরুদ, তারাও
আমরা আবারো বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে অবস্থানরত সকল মুসলিমদের আহ্বান করছি এগিয়ে আসার, সত্যের এই কাফেলায় যোগ দেওয়ার এবং 'দাওলাতুল ইসলাম' এর অংশ হয়ে যাওয়ার। একইভাবে, আমরা মুরতাদ নেতা ও এজেন্সির পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত বিভিন্ন সশস্ত্র সংগঠনের মধ্যে থাকা সচেতন লোকদেরকে জিহাদের বাস্তবতার দিকে খেয়াল রেখে খিলাফাহ'র সৈনিকদের সারিতে যোগদান এবং এর শক্তিকে আরো বৃদ্ধি করার আহ্বান জানাচ্ছি। আর আমরা তো একমাত্র আমাদের রবের নিকটই সাহায্য চাই। আর তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

শেষ কথা হলো, আমরা আমাদের রবের সাথে ওয়াদা করেছি, আমাদের যা কিছু আছে তা নিয়েই জীবনের

আবু উসমান আল কাশ্মীরি'র অডিও বক্তব্যের বাংলা অনুলিপি

শাহাদাত উপলক্ষে বিবৃতি

মুজাহিদ হুযায়ফা আল পাকিস্তানী (রাহিমাহুল্লাহ)

আত-তাযকিরাহ মিডিয়া সেন্টার আল হিন্দ

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জিহাদের ময়দানে থাকবো। আর পরিস্থিতি যা-ই হোক, আমরা আল্লাহর উপরেই ভরসা করবো, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেনো আমাদেরকে নিফাকী ও অহংকার থেকে রক্ষা করেন, আমাদেরকে দ্বীনের জন্য কবুল করেন এবং আমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। আমরা যেনো সত্যিকার অর্থেই নিজেদের এবং আমাদের সঙ্গীদের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ হতে পারি, যাতে সেসব সম্মানিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি যাদের ব্যাপারে আমাদের রব বলেছেনঃ

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَۚ وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقٗا ٦٩

"আর যারা আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করে, তারা নাবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং নেক লোকদের সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, আর সাথী হিসেবে তারা কতই না উত্তম"

التذكرة
Al Tazkirah Media Center Al-Hind

'আল মুরসালাত মিডিয়া'
- কর্তৃক বাংলায় অনুবাদিত

উলায়াত আল হিন্দ
যুল হিজ্জাহ, ১৪৪০ হিজরি